Unmesh

উন্মেষ 2022

SURYA SEN MAHAVIDYALAYA

ANNUAL MAGAZINE

Unmesh-2022

Patron in Chief
Sri Jayanta Moulik
President, G.B.

Patron :
Dr. P. K. Mishra
Principal

Editor in Chief :
Dr. Suphal Biswas
Associate Prof. in Bengali

Editorial Board Members :
1. **Dr. Pompi Sarkar**
   Asst. Prof. in Geography
2. **Ms. Puja Mahajan**
   SACT, English
3. **Ms. Priyanka Chhetri**
   SACT, Political Science
4. **Ms. Sanchita Ghosh**
   SACT, Bengali

Published by :
Surya Sen Mahavidyalaya
Block 'B', Surya Sen Colony
Siliguri - 734004

Design and Printed at :
Mam Computer
24 Sarat Bose Road
Hakimpara, Siliguri
Mobile : 98320-96361

সম্পাদকীয়

মহাবিদ্যালয়ের পত্রিকা মানেই সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতিভার সাক্ষর রাখবার চেষ্টা করবে - সেটাই দস্তুর সেটাই স্বাভাবিক। আমাদের 'উন্মেষ' বরাবর সেই কাজটি সমাধা করে এসেছে। এবারেও তার কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে সেই সব প্রতিভার প্রকাশে। শরতের শিউলির গন্ধ আর কাশফুলের শুভ্র শুভেচ্ছায় তার প্রকাশ হোক নান্দনিক ছাত্র- ছাত্রীদের মননের মন্থনজাত চেতনা প্রকাশের ক্ষেত্র হিসাবে 'উন্মেষ' তার নিজস্বতা বজায় রাখবে এই আশা আমরা রেখেছি বরাবর।

ড. সুফল বিশ্বাস

MESSAGES

1. **Goutam Deb,** Mayor, Siliguri Municipal Corporation
2. **Dr. Subires Bhattachryya,** VC, University of North Bengal
3. **Dr. Debkumar Mukhopadhyay,** VC, Cooch Behar Panchanan Barma University
4. **Dr. Shanti Chhetry,** VC, University of Gourbanga
5. **Sri Jayanta Moulik,** President, Governing Body

ANNUAL REPORT : 2021-2022 by Dr. P.K. Mishra, Principal

পরিচালন সমিতির কলমে

সম্পাদকীয়

সভাপতির কলমে

বাংলা বিভাগ

প্রণয়	—	সালমা খন্দকার	১৫
ভ্রান্ত লক্ষ্য	—	ঈশ্বরী রায়	১৭
একেই কি বলে স্বাধীনতা?	—	অঙ্কিতা মণ্ডল	১৭
আমি কৃষকের ছেলে	—	মহ. খাজা	১৮
মধ্যবিত্ত	—	দেবাশিষ বাগচী	১৮
আমার ভাবনার ভালোবাসা	—	রিপন সরকার	
অলিখিত	—	রিয়া সোম	২০
নিষ্ঠুর মানবিকতা	—	ইতি সেন	২১
মন খেয়ালি	—	হালিমা বানু বেগম	২২
অসময়ে বৃষ্টি	—	বিবেক প্রধান	২২
বিষাক্ত ভালোবাসা	—	জ্যোতি বেসরা	২৩
মিথ্যে	—	শারদীয়া বিশ্বাস	২৩
ভাবনা	—	বর্ণালী রায়	২৪
বর্ষা	—	স্বর্ণালি রায়	২৪
কলেজ জীবন	—	হালিমা বানু বেগম	২৫
আইওয়াশ ও নিউটনের সূত্র '৭'	—	সুফল বিশ্বাস	২৬

ENGLISH SECTION

Teacher: The Pillar of Society	-	**Sumana Saha**	28
Important of family	-	**Arati Ray**	**29**
Returning home	-	**Sinchal Sewa**	**29**
Flames	-	**Vaisnawee Sarki**	**30**
Nightmares	-	**Diya Subba**	**31**

हिन्दि विभाग

तुझे अभी बहुत चलना है	-	**Arati Ray,**	**32**
आत्मबल	-	**Rina Sah,**	**32**
तू खुद की खोज में निकल	-	Farhan Shaikh	33

College Activities Photographs

Annual Report' 2021-2022

Surya Sen Mahavidyalaya, established on 15th September 1998, is one of the first five prime co-education colleges of Siliguri that offers undergraduate courses in all three streams like Arts, Science, and Commerce. Affiliated to the North Bengal University since 1998, the college is recognized by UGC under 2(f) and 12(b), an ISO 9001:2015 certified and also ISO 21001: 2018 and NAAC Accredited institution in North Bengal.

Our college always stands for it's academic excellence and achievement in extracurricular activities. During the last One year we have successfully organized International Interdisciplinary Webinars, ICSSR Sponsored National & International Webinars, Observation of National Science Day, International Mother Language Day, International Women's Day, Freshers' Day, Farewell etc. Our students have excelled in various academic and non-academic competitions organized by different organizations.

The College management has undertaken different welfare measures for the teaching, Non-teaching Staff as well as students. Merit cum means scholarships are sponsored by different industrialists, businessmen and philanthropists of Siliguri. The Alumni Association, which is registered this year, has instituted an Award for Excellence in any field by any Alumni of the college from 2020. This is the only Govt. Aided College which has extended Employees' Provident Fund facility, Free Medical Insurance, Free Uniform, Child Support Leave, Medical Leave etc to the employees under management posts. The college also provides Free Uniform & Free ship to Poor and needy students.

We feel proud to provide quality education by equipping our students with skills, confidence and a positive approach for an all round development. The college is relentlessly striving to perceive and maintain academic excellence at the same time encourages the students to participate in various co-curricular and extra-curricular activities. There prevails an amicable environment at the college that nurtures creativity, passion resilience and leadership qualities among students for development of versatile personality. We have also completed the whole library automation process along with the initiation of Institutional Repository. A high-tech Language Laboratory, is started to develop the communication skill of the students under the aegis of the Department of English., is made operational this year.

NSS Volunteers have actively participated in different social out reach programme organized by the state government. They have actively involved in donating Food Packets to the street children, extending help in filling up form in Duare Sarkar, Laxmi Bhandar , Managing Covid Vacination Programme etc. The NSS Unit II is awarded the Best NSS Unit by the Govt of West Bengal, Department of Higher Education in 2021.

Progress of an institute depends mainly on performance of the students in academic, sports and cultural activities along with maintaining high values and ethics. The management is highly supportive for the overall development of students, staff and faculty. Even if, we are only Two Years old in NCC, 5 of our NCC Cadets are selected from 16th Bengal NCC Battalion to represent at the RDC Parade 2022 and also 1 NCC Cadet is selected to Represent India in E – International Cultural Exchange Program 2021 in Singapore.

The institution is the only institution across North Bengal which is accredited by ISO 21001: 2018 and also ISO 9001:2015 for quality management in education. The management takes keen interest and stands behind any of such endeavour. Our teachers are committed and dedicated for the development of the institution by imparting their knowledge and play the role of facilitator as well as role model in materializing our mission & goals. We believe that education should not only be a device to secure a paper qualification but it should rather be a broad based civilizing process nurturing and stimulating talent and civil etiquettes.

On 15th May 2022, the renowned industrialist of the region Sri Ajit Agarwala, Managing Trustee, Amit Agarwalla Foundation has handed over the 'Amit Agarwalla Learning cum Resources Centre' and also committed to construct one Auditorium for the benefit of the students. Further, on 11th August 2022, the Krishna Chandra Paul Memorial Humanities Block (KCPMHB) which houses 7 humanities department, constructed by North Bengal Development Department; was inaugurated by Hon'ble MiC, NBDD, Sri Udayan Guha and Hon'ble Mayor, Siliguri Municipal Corporation, Sri Gautam Deb.

This year the institution has signed Memorandum of Understanding (MOU) with International Institute of Geospatial Science & Technology (IIGST), A constituent unit of South Asian Institute for Advanced Research and Development (SAIARD) , Kolkata for opening of its North Bengal Centre at our college.

The Mahavidyalaya is celebrating its 25th Foundation Day today and different programmes will be organized during the whole year to celebrate its Silver Jublee Anniversary. On this occasion, I congratulate all the stake holders and extend my sincere gratitude to all its founders, who conceptualized and successfully established this institution 25 years back.

(Dr. P.K. Mishra)

Principal

পরিচালন সমিতির সভাপতির কলমে

প্রাক্ শারদীয়ার হালকা কুয়াশার ছোঁয়ায় আবার আমাদের উন্মেষ পত্রিকা প্রকাশের আবেগে অস্থির। এবারের শারদীয়া আমাদের কাছে আরো বিশেষ কারণ মাননীয় মমতা বন্দোপাধ্যায় এর স্বপ্নের উৎসব এবার পেয়েছে বিশ্ব স্বীকৃতি। হয়তো মায়ের কৃপায় বিগত মহামারীর করাল ছায়া গোটা পৃথিবী জুড়ে তান্ডব চালিয়েছিলো আমরা তার সঙ্গে লড়াই করে আজ জিতে গেছি । সবথেকে বড় বিপর্যয় নেমে এসেছিলো শিক্ষা ব্যবস্থার উপর।সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের পৃথিবীর শিক্ষার আবহ আজ সুস্থির হওয়ার পথে ।এই আবহে আমাদের সূর্যসেন মহাবিদ্যালয়ও ধীরে ধীরে তার পুরনো অবস্থায় ফিরে এসে সে আজ স্বমহিমায় বার্তা দিচ্ছে দিকে দিকে । সেই উপলক্ষেই যেন নব কলেবরে প্রকাশিত হতে চলেছে আমাদের ক্ষুন্নউন্মেষক্ষুন্ন পত্রিকা- সে হয়ে উঠতে চাইছে ভোরের ভৈরবী। যে বিশেষ পত্রিকায় কিছু ভাবনাচিন্তা ছড়িয়ে দেবার জন্য সভাপতি হিসাবে আমি নিজেও মুখিয়ে থাকি প্রতি বছর ।দীর্ঘদিন আমি এই মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের পরিবারের সঙ্গে কবে যে একাত্ম করে ভাবতে শুরু করেছি নিজেই জানি না। তাই বারবার কিভাবে মহাবিদ্যালয়কে নতুন করে নতুন ঢঙে সাজাতে পারবো সে চেষ্টা বার বার করেছি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিক্ষক ও শিক্ষকর্মী, ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায়। কি পেরেছি কি পারিনি পরিচালন সমিতির সভাপতি হিসেবে সেটা হয়তো সময় বিচার করবে কিন্তু আমি সবসময় চেষ্টা করেছি মহাবিদ্যালয়কে এক ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে,নিজেকে ছাড়িয়ে আরো কোনো নতুন উচ্চতায় । ঝা চকচকে ক্যাম্পাসে আমরা বিশ্বাস রাখি না আমরা বিশ্বাস রাখি উন্নত পঠন পাঠনে। সে চেষ্টা আমরা সবসময় করেছি। আগামীতেও সে চেষ্টাই আমার থাকবে। মহাবিদ্যালয়ের সার্বিক পঠন-পাঠনের জন্য চিন্তাভাবনা আমরা করেছি বরাবর। তৈরি হয়েছে একাধিক স্মার্ট ক্লাসরুম প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগার ইতিমধ্যে প্রত্যেক বিভাগের জন্য আলাদা শ্রেণীকক্ষ ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার সহ আলাদা কক্ষের জন্য নতুন একটা বিল্ডিং আমরা উদ্বোধন করতে পেরেছি। পাশাপাশি দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছি।সেটাও নতুন রূপে প্রকাশের অপেক্ষায়। পরিচালক সমিতির সভাপতি হিসেবে শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ, বিশেষ করে টেকনোলজির ব্যবহার এত সুন্দর ভাবে আমরা করে চলেছি যে প্রথম শ্রেণীর মহাবিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়া কেবল সময়ের অপেক্ষা। তবে আমরা পারবো এই বিশ্বাস আমাদের আছে। আর বেশি নিজেদের কথা নয় এখন রইলো হার্দিক শুভেচ্ছা 'উন্মেষের' জন্য। অন্যান্য বছরের মতো এবারেও তার শব্দ শরীরে জাগুক সাহিত্যের ভরা শ্রাবন, লাগুক রং-তুলির কল্পনা কাজল । কামনা করি সে নতুন নতুন সৃষ্টির আবেগে অস্থির হয়ে উঠুক- ছাত্রছাত্রী থেকে শিক্ষক শিক্ষকর্মী সবাই মনে। ছড়িয়ে দিক সৃষ্টির অপরূপ রূপ লাবণ্য।

গৌতম দেব
Goutam Deb

মহানাগরিক
শিলিগুড়ি পৌর নিগম
Mayor
Siliguri Municipal Corporation

No. _____ Date: ____/____/2022

Dt. 01st Sept. 2022

MESSAGE

I am glad to learn that Surya Sen Mahavidyalaya is going to publish its 24th edition of Annual Magazine 'UNMESH' in the academic year 2021-22.

College magazine is a mirror of the college life. It serves many useful purposes. It is meant for students to portray their interests in literary work and thus helps them to bring out the latent creative talents in them by honing their intellectual skills which goes a long way in widening the horizons of their knowledge. I hope that this publication will be very successful in achieving the above objectives.

I would like to extend my heartiest congratulations to all the faculty members and students and the editorial team for bringing together this edition of the magazine.

I wish this institution and magazine a great success.

Goutam Deb

(Goutam Deb)

Dr. P. K. Mishra
Principal
Surya Sen Mahavidyalaya
Surya Sen Colony, Block-B
Dist. Jalpaiguri
Siliguri- 734004

বাঘাযতীন রোড, পোঃ শিলিগুড়ি, জেলাঃ দার্জিলিং-৭৩৪০০১, ফোন ঃ ০৩৫৩-২৪৩২৮০৪, ৩৫৫৯৪৮১, ই-মেল ঃ mayorsmc2022@gmail.com
Baghajatin Road, P.O. Siliguri, Dist. Darjeeling-734001, Tel.: 0353-2432804, 3559481, Email: mayorsmc2022@gmail.com

UNIVERSITY OF GOUR BANGA

Established under West Bengal Act XXVI of 2007
[Recognised U/S 2(f) & 12(B) of the UGC Act and accredited by NAAC with Grade-'B' (2016)]

Dr. SHANTI CHHETRY
Vice-Chancellor

E-mail: vc@ugb.ac.in
URL: www.ugb.ac.in

P.O: Mokdumpur, Dist.: Malda, West Bengal, Pin: 732103 (India)

Ref. No.: 73/UGB/VC-22 **Date: 02.09.2022**

MESSAGE

I am pleased to learn that SURYA SEN MAHAVIDYALAYA is going to publish the 24th issue of its Annual Magazine, "UNMESH". I am sure that this magazine will include writings which will be of interest to the teachers, students, scholars and other stake-holders.

I would like to extend my heartiest congratulations to the President & Members of Governing Body, Principal, Faculty Members, Non-teaching Employees and the Students for taking this gracious initiative to bring out such publication at regular intervals. I believe that the magazine will be able to enrich the knowledge base of the teachers as well as of the students.

(Dr. Shanti Chhetry)
Vice-Chancellor
University of Gour Banga

To,
Dr. P.K. Mishra
Principal
Surya Sen Mahavidyalaya
Siliguri

Dr. Subires Bhattacharyya
M.Sc, Ph.D.
Vice-Chancellor
University of North Bengal

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
Accredited by NAAC with Grade B++
Website : http://www.nbu.ac.in
E.mail : nbuvc@nbu.ac.in
subires.bhattacharyya@gmail.com
Raja Rammohunpur, P.O. North Bengal University, Dist. Darjeeling, West Bengal, India, PIN - 734013
Phone : (0353) 2776366 (O), (0353) 2776308 (R), Fax : (0353) 2699001

Date: 23rd August, 2022

MESSAGE

It gives me immense pleasure to learn that Surya Sen Mahavidyalaya is going to celebrate its 25th Foundation Day on 15th September, 2022 and it is also praiseworthy that the College annual magazine named **"Unmesh"** is going to be published to commemorate the occasion.

The College magazine is a productive component to exhibit the creative ideas and literary skills of the students, faculties, staff and all other stakeholders.

I express my warm greetings and heartiest congratulations to everyone associated with the publication of '**Unmesh**' and I wish the College all success.

Dr. Subires Bhattacharyya
Vice-Chancellor

Dr. P.K.Mishra
Principal
Surya Sen Mahavidyalaya
Surya Sen Colony, Block-B
Siliguri-734004

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY
Vivekananda Street, Cooch Behar - 736101, West Bengal, India
Ph. : (03582) 229030, Tele-Fax : (03582) 224011
E-mail : vc@cbpbu.ac.in, debkumarmukherjee1@gmail.com
debkumart@yahoo.com, Website : www.cbpbu.ac.in

Dr. Debkumar Mukhopadhyay
Vice-Chancellor

23rd August, 2022

MESSAGE

It is of extreme delight to learn that Suryasen College is going to publish the 24th issue of its Annual College Magazine **"UNMESH"**. Suryasen College has candidly nurtured its students' future over the years and thus has helped in the process of nation-building.

I extend my heartfelt wishes to all who have contributed to the magazine and honestly hope that the Magazine would be a good read.

(Debkumar Mukherjee)

প্রণয়

সালমা খন্দকার,
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার (20BN 0005)

বিনোদ অনেকদিন পর বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরে এসে তার ছোট মেয়ে বাতাসিকে দেখে আনন্দে আপ্লুত হয়ে যায়। কিন্তু বিধাতার কি বিধান তার মেয়ে তাকে বলছে আপনি তো আমার বাবার মত, আপনি কি আমার বাবা? একথা শুনে বিনোদ অঝোরে কান্না করতে করতে বলে মা আমিই তোর বাবা। সে সময় বাতাসি তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে। কিছুক্ষণ পর বাতাসির মা লতিকা হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে অবাক হয়ে উঠলো, যেন তার মাথায় গাছ ভেঙ্গে পড়ল, সে কিছু বলতে পারল না, শুধু বললো,'বিনোদ তুমি বেঁচে আছো?' লতিকার মনের মধ্যে একটা ভয় এসে গেল। ঠিক সে সময় বাতাসি বলে বসলো বাবা তুমি মারা গেছো বলে মায়ের সাথে চাঁচুর বিয়ে হয়ে গেছে । সে সময় বিনোদের ছোট ভাই সুনীল ও তাদের মা দাক্ষায়নী এসে পড়ে। ছেলেকে দেখে তারা অবাক! হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ বিনোদ বলল ভাই যা শুনছি তা কি সত্য, তুমি আমার বউকে বিয়ে করেছ? সুনীলের মুখ থেকে কিছু বেরোচ্ছে না, লজ্জায় তার মাথায় হেট হয়ে যায়। বলা বাহুল্য যে বিনোদ সুনীল ও তার মা দাক্ষায়নীর সংসার খুব ভালোই চলছিল। বিনোদ কাজের জন্য বিদেশে যায় কিছুদিন পর ফিরে আসে, কিন্তু এবার সে বাড়ি ফিরে আসেনি। তার মা ভাই অনেক খোঁজ করে। তিন মাস পরে খবর আসে যে বিনোদ যে গাড়িতে করে বিদেশ যাচ্ছিল সেই গাড়িটি পাহাড় থেকে নিচে পড়ে যায় ,যতজন যাত্রী ছিল সবাই মারা যায়। এটা শোনার পর বিনোদের স্ত্রী লতিকা ভেঙ্গে পড়ে। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর দাক্ষায়নী ও লতিকার বাবা লতিকা ও তার মেয়ে বাতাসির কথা ভেবে সুনীলের সাথে লতিকার বিয়ে করিয়ে দেয়। কিন্তু তারা তো জানতো না যে বিনোদ বেঁচে আছে। এবার কি হবে সে সময় সবার মাথার মধ্যে এটাই চলছিল। দাক্ষায়নী বিনোদকে ঘরে নিয়ে যায়। বিনোদ তার ভাইকে এসবের জন্য দায়ী করে কিন্তু সুনীল তো এই বিয়ে করতে চাইনি, সুনীল কপিলা নামের একটি মেয়েকে ভালোবাসতো কিন্তু সংসারের দিকে তাকিয়ে সে তার বৌদিকে বিয়ে করে তার মায়ের কথা অনুযায়ী , আর এখন সে তার বড় ভাইকে কিছু বলতে পারছেনা, নিজেকে এসবের জন্য দায়ী করছে। তাদের বাড়িতে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। লতিকার মনেও অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে ,সে কি করবে বুঝতে পারছে না। বাতাসিকে কাছে ডেকে বলে মা তুই আমাকে ছাড়া থাকতে পারবি? বাতাসি বলে না মা ,কেন মা কোথায় যাবে তুমি? আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। এটা শুনে লতিকা কান্না করতে থাকে। তার বুক ফেটে যায়। এদিকে সুনীলও চায় মরে যেতে, মরতেও যায় সে কিন্তু দাক্ষায়নী তাকে দেখে ফেলে সুনীল কে বলে এসবের জন্য সে দায়ী, কেন যে তোর সাথে বৌমার বিয়ে দিতে গেলাম। এদিকে লতিকা তার বাবাকে বলে বাবা কেন তোমরা এমনটা করলে। লতিকার বাবা ও কিছু বলতে পারল না কারণ তারা তো জানতো না যে বিনোদ এখনো বেঁচে আছে বা সে

আবার ফিরে আসবে। সম্পর্কের মধ্যে এমন একটা টানাপোড়নের সৃষ্টি হবে। বিনোদ রাতে একা একা ভাবে যে তার স্ত্রী তাকে কতই না ভালোবাসতো, কত না প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে সময় লতিকা বিনোদের কাছে আসে ।লতিকা বিনোদকে ফিরে পেতে চায় ,বিনোদ ও লতিকাকে ফিরে পেতে চায়। আর কতদিন তারা এসব সহ্য করবে। সবাই নিজের নিজের দোষ দিচ্ছে দাক্ষায়নী বিশেষ করে। এদিকে বিনোদ গ্রামে বেরোলে কপিলার বাবা কপিলার এই অবস্থার জন্য সুনীলকে দায়ী করে এবং প্রতিশোধ নিতে চায়। কপিলা সবসময় বাড়িতে থাকে, বাইরে বেরোয় না, বিয়েও করেনি সে ,শুধু কষ্ট ভোগ করে যাচ্ছে সুনীলের জন্য। এইজন্য কপিলার বাবা সহায়হরি বিনোদের মনে একটা সন্দেহের সৃষ্টি করে যে যখন বিনোদ কাজে যেত তখন লতিকা ও তার ভাই সুনীল অকর্ম করতে গিয়ে ধরা পড়ে যার কারণে গ্রামের লোকজন তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়। বিনোদ এসব বিশ্বাস করতে চায় না কিন্তু সহায় হরি তার মনের মধ্যে একটা সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং কপিলাকে বিনোদের সাথে বিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় ।সে বলে যে তোমার বউকে তুমি ছেড়ে দাও আমার মেয়ে কপিলাকে তুমি বিয়ে করো। কিছুক্ষণ পর যখন সুনীল কপিলার সাথে কথা বলতে আসে তখন কপিলা সমস্ত কথা খুলে সুনীলকে জানায়। সুনীল বলে এটা হতেই পারে না আমার দাদা তোমাকে বিয়ে করতে পারেনা। পরের দিন বিনোদ লোকজন ডেকে এই সমস্যার সমাধানের কথা বলে। বিনোদের কপিলার বাবার কথায় বিশ্বাস হয়না তাই বিনোদ তার লতিকাকে ফেরত পেতে চায় কিন্তু গ্রামের লোকজন মোড়ল ও মৌলবীকে ডাকতে বলে ,এতসব ঝামেলা সহ্য করতে না পেরে সুনীল কপিলার বাবার সাথে মারপিট শুরু করে দেয়। এখানে এ ঘটনা শেষ ।রাতে যখন বিনোদ একা একা কিছু ভাবছিল তখন লতিকা তার কাছে এসে কান্না করতে থাকে, সেসময় বিনোদ তাকে একটা সোনার মালা ও একটা কানের বালি উপহার দেয় এবং বলে যে তুমি সবসময় এটাকে নিজের কাছে রাখো তাহলে মনে করবে আমি সব সময় তোমার পাশে আছি। রাতের বেলা অন্ধকারে লতিকা বিনোদকে বলে যে খাবার খেয়ে যাও, সে তো কিছু করতে পারছে না, সে একটা সম্পর্কের বন্ধনে জড়িয়ে আছে কিভাবে সে সেই সম্পর্কের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। তার মনের মধ্যে কি চলছে সেও বুঝতে পারছে না, তার বুক ফেটে যাচ্ছে কষ্টে। সে সময় চারিদিকে অন্ধকার বিরাজ করে এবং দুজনের মনের মধ্যে অনেক দুঃখ লুকিয়ে থাকে যা তারা পরস্পর পরস্পরকে বলতে পারছে না। এমতাবস্তায় বিনোদ বলে, তুমি খাও আমি একটু পরে যাচ্ছি। সকালে কপিলা দৌড়াতে দৌড়াতে সুনীলের বাড়ি আসে এবং চিৎকার করে বলে যে সবাই বের হও একটা অঘটন ঘটে গেছে , আর বলে যে বিনোদ গ্রামের বটগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস লাগিয়েছে। লতিকা ,দাক্ষায়নী, সুনীল সবাই দৌড়ে যায় সেখানে ,ও কান্না করতে থাকে। বাতাসি তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কান্না করে যেন তার বাবাকে ফিরে পেয়েও পাওয়া হলো না তার।

ভ্রান্ত লক্ষ্য

ঈশ্বরী রায়,
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমেস্টার (20BN 0039)

এপাং ওপাং ঝপাং, পিসির লেখাকেই
টেনে বলি-এবার সকলে হবে ধাপাং।
কল্পনার ঘোর হঠাৎ ভাঙলো বলে,
ভির পড়লো সকল বইয়ের স্টলে।
স্টক আউট আজ হচ্ছে বই ,
পাবলিশারে সেকি হৈ-চৈ।
অনলাইন পরীক্ষা বলে যারা করলো কামাই,
তারাই আজ ধর্নায় বসে করছে কাই-মাই।
অজুহাতের বন্যা আজ বইছে বলে,
পড়তে বসার কথা আজ সবাই গেছে ভুলে।
যেই করনা এই ব্যাস্ত শহরকে করেছিল শান্ত,
তারই প্রভাবে যেন সকলের লক্ষ্য আজ হয়েছে ভ্রান্ত।
এবার যে পড়ায় মন দিতে হবে অজুহাত ভুলে,
তবেই তো ভবিষৎ উঠবে গড়ে উজ্জ্বল হয়ে ।

একেই কি বলে স্বাধীনতা?

অঙ্কিতা মণ্ডল
ইংরেজি বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার (21EN0053)

অনেক কষ্ট করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি,
ইংরেজদের থেকে দেশকে ছিনিয়ে এনেছি।
বিনিময়ে দিতে হয়েছে অজস্র জীবনের দাম,
সমস্ত সংগ্রামীদের আমার শতকোটি প্রনাম।

স্বাধীনতার এতটা বছর পর,
অদ্ভুত একটা প্রশ্ন মনেতে বাঁধল ঘর।
আজ আমরা নেই কারও কাছে অধীন,
তবুও কি হতে পেরেছি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন?
তবে কেন এত হিংসা ও মারামারি,
হিন্দু-মুসলিমের অধিকার নিয়ে কাড়াকাড়ি?

যদি আমরা সত্যিকারের স্বাধীন হতাম,
উঁচু-নীচু, ধনী-গরিব, এসবের
থাকতো কি কোনো নাম?
‘‘সবার উপরে মানুষ সত্য’’
এখনো পায়নি সঠিক মান্যতা,
একেই কি বলে সত্যিকারের স্বাধীনতা?

আমি কৃষকের ছেলে

মহ. খাজা ,
ইতিহাস বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার (20HS0006)

আমি লজ্জা পাইনা বলতে
আমি কৃষকের ছেলে,
রৌদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে
সোনার ফসল ঘরে তুলে,
আমি মাথা উচু করে বলি
আমি কৃষকের ছেলে ।
শহরে পড়াশোনা করি বলে
নিজের পরিচয় যাবো ভুলে !
বন্ধু বান্ধবের সামনে লজ্জায়
নিজের পরিচয় রাখবো তুলে।
তেমন সন্তান নই বলবো যে
আমি কৃষকের ছেলে ।
যখন আমি ফিরতে যাব
বাড়াই বাড়ির দিকে পা,
জমি গুলো বলে ওরে
অনেকদিন পর এলি আর একটু থেকে যা।
শুনলাম আমি তাহার কথা
থাকলাম কিছুক্ষণ,
অনেক গুলো গল্প হলে
সে বলে আর একটু কাদাপানি মেখে যা।
বলতে আমার কোথায় দিধা
আমার বাবা কি চোর ?
দিন রাত এক করে
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
কেন বলতে দিধা লাগে যে
আমি কৃষকের ছেলে !
ধিক্কার সেই ছেলের প্রতি
কৃষকের পরিচয় রাখে তুলে
মিথ্যা পরিচয় দিয়ে গর্ব করে
তাদের দেখে আমার গা জ্বলে
কিসের আশায় বললো না তারা

আমি কৃষকের ছেলে ।
যে বাবা দিন রাত পরিশ্রম করে
টাকা পাঠায় প্রতি মাসে,
ছেলে তার মানুষ হবে অথচ তুমি
ঘৃণা করো তোমার কৃষক বাবা মাকে
কেন গর্ব করে বলতে পারো না
আমি কৃষকের ছেলে ?
যে বাবার কারণে ১৪০কোটি মানুষ
আজ ক্ষুধার জালা মেটায়
সেই বাবাকে তুমি ঘৃণা করো
দু-চার খানা বই পরে পণ্ডিত হয়েছো
তোমার জন্য আমার ধিক্কার জাগে
আমি গর্বে বলি আমি কৃষকের ছেলে ।

মধ্যবিত্ত

দেবাশীষ বাগচী
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার (20BN0024)

অভাব কি জিনিষ
সেটা সেদিনই বুঝলাম ।
যেদিন বাবা চোখের সামনে
আমার পরিশ্রান্ত হলো ।।
মনের কথা ছিল যেটা
মনেই চেপে দিলাম।
অভাব জিনিস টা সচক্ষে
সেদিন বুঝতে হলো ।।
ইচ্ছে গুলো অতীতে যেন
খুঁজি নিজের ছায়াবৃত্ত ।
জীবন কাহিনী আজ বাস্তবে
হয়েছে সংক্ষিপ্ত ।।
মনের কথা ছিল যত
সবই ভাষায় বর্ণিত ।
তাইতো হাসি মুখে বলি ভাই
আমি মধ্যবিত্ত ।।
হ্যাঁ ভাই আমি মধ্যবিত্ত ।

আমার ভাবনার ভালোবাসা

রিপন সরকার
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার (21BN0045)

কিছু দিন আগে 'পৃথিবী' বলে একটা বান্ধবীর সাথে পরিচয় হয়.... তার সাথে গল্প করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম তুমি বিয়ে করনি.....? সে কিছু না লুকিয়ে বললো 'হ্যাঁ' করেছি। আমি বললাম - বরের নাম কী... ? সে বললো - 'সূর্য'...। বললাম কতদিন আগে ? সে বললো -'' সাড়ে ৪ হাজার কোটি বছর আগে '' , তবে তার অনেক গার্লফ্রেন্ড ...বুধ, শুক্র, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো আবার নতুন 'গার্লফ্রেন্ড' জুটিয়েছে 'ভলকানো', রাগ হবেনা বলো....? আমি বললাম - তোমার কোনো বন্ধু - বান্ধবী নেই ...? সে বললো - হ্যাঁ আছে তো... পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, সবুজ গাছ, বরফ, লাল মাটির রাস্তা, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, গরম, বৃষ্টি.... দুর্গা পুজো, ঈদ, খ্রিস্টমাস এগুলো সবাই আমার প্রিয় বন্ধু... কিন্তু শেষের যেই বন্ধুগুলোর নাম বললাম সে গুলো না বললেই আমি হারিয়ে যাই..। জিজ্ঞেস করলাম ... তাহলে আক্ষেপ কী?.... বললো আমার কিছু মেয়ে আছে তারা প্রেম করে তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু আমার কিছু ছেলেরা আছে... কি সব জাত, ধর্ম, জাতি,নিয়ে ঝগড়া করছে, নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে লড়াই করে। আমি বললাম,আচ্ছা তুমি সবার সম্পর্কে বললে কিন্তু 'চাঁদ' সম্পর্কে তো কিছু বললে না...? পৃথিবী বললো - আমি জানি ওটা আমার 'গার্লফ্রেন্ড' আর হাসবেন্ড না থাকলে ওর সাথেই তো সময় কাটাই ওর সম্পর্কে আবার কী বলবো? নাও অনেক গল্প হয়েছে... এবার এখান থেকে বের হও ... আমার হাসবেন্ড এসে যদি দেখে তোমার সাথে কথা বলছি তাহলে আমাকে সন্দেহ করবে... । এটা বলে সে চলে গেল। চোখ খুলে দেখি পুরোটাই আমার ভাবনা। তখন ঘড়িতে দেখলাম,সকাল সাড়ে ৬টা।

অলিখিত

রিয়া সোম
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার (20BN0064)

আমার শহরে হরেক ছবি
লেখেননি তো ঠাকুর রবি।।

মেয়েটি ভীষণ কালো, উস্কো-খুস্কো মাথাভর্তি চুল
পথের ধারেই রয়, মাথায় গোঁজে ঝরা ফুল।
ভীষণ অশিক্ষিত, যায়নি কভু স্কুল
তবু কেনো হেসে বলে, নেবেন গো 'বাবু' একটা মুখোশ পুতুল।
ভীষণ অবাধ্য, রয় না কভু এক জায়গায়
সকাল হলেই বেড়িয়ে পরে, জোটাতে খাবার ওই বেলায়।
ভীষণ একগুঁয়ে, পিছু ছাড়ে না সহজে
দুটো টাকা ছুঁড়ে দিলে, কুঁড়িয়ে তা দৌড় মারে।

সভ্যতা আজ ভীষণ দামি, ছুঁতে পরেনি তাই
নোংরা হাত লুকিয়ে নেয়, নাম নেই কোনো বইয়ের পাতায়।

শিক্ষা যত হারিয়ে গেছে, শিক্ষিত মুখোশের আড়ালে।
তুমি তাই ডাকলে অবহেলে 'ওই ছুড়িটা' বলে।

নিষ্ঠুর মানবিকতা

ইতি সেন,
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার (21BN0042)

প্রতিদিনের মতো সেদিনও সকাল দশটায় অফিস যাওয়ার পথে আমি দেখছিলাম দূর থেকে সে আমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে,মনে হচ্ছিল সে হয়তো আমায় কিছু বলতে চাইছে। কিন্তু কি বলতে চাইছে সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম না । দিনের পর দিন সেই দৃশ্যই আমি দেখে যাচ্ছিলাম । তারপর হঠাৎ একদিন তাকে আর অফিস যাওয়ার পথে দেখতে পেলাম না । সেটা দেখে আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল ভাবলাম সে হয়তো এই এলাকা ছেড়ে চলে গেছে । তবুও তাকে আমি ভুলতে পারছিলাম না।হঠাৎ একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সেই বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকা আগন্তুকটি আমার প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে । তাকে সেই প্রতিবেশী কিছু খেতেও দিয়েছিল সেটা দেখে আমার খুব ভালোও লেগেছিল । ভেবেছিলাম পৃথিবীর সকল মানুষ এক নয় ,তারপর আমি তাকে আমার কাছে ডাকলাম , সে আমার কাছে আসলো । তাকে আমি বললাম আমার কাছে অর্থাৎ আমার বাড়িতে থাকতে , সে কিছু না বলে আমার কাছে থেকে গেলো । আমি তার একটি নাম দিয়েছিলাম জিমি। এরপর সাধারণভাবেই খুব ভালো দিন কাটছিল। প্রতিদিন জিমি আমার সাথে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে যেতো, একসাথে বসে খেত,সুখে দুঃখে সে আমার পাশে থাকতো । জিমির সঙ্গে আমার একটি ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । আমার সেই প্রতিবেশী আমায় একদিন ডেকে বললো , যে জিমিতো একজন আগন্তুক তাহলে তাকে এতটা যত্ন বা ভালোবাসার কি দরকার ? এই কথাটি বলাতে প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার বিবাদ বেঁধে যায় এবং আমি জিমিকে বলে দেই সে যেন কখনোই তার কাছে না যায়। প্রতিবেশী ভেবেছিলো জিমিকে সে নিজের কাছে রাখবে তাই জিমির নামে ভুয়ো মন্তব্য করে আমার কাছ থেকে তাকে কেরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এরপর হঠাৎ একদিন সকালবেলা জিমি আমায় খুব ডাকছিল কিন্তু আমি তার ডাকে সাড়া না দিয়ে ঘুমোচ্ছিলাম । ঘুম থেকে উঠে দেখলাম জিমি ঘরে নেই রাস্তায় শুয়ে আছে । জিমি কোনো সাড়া দিচ্ছিলো না সাড়া না দেওয়ায় তার কাছে আমি ছুটে যাই। দেখি জিমি আর এই পৃথিবীতে নেই । জিমি মারা গেছে । তার মারা যাওয়ার কারণটি হলো আমার সেই প্রতিবেশী যে কিনা খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাকে খেতে দিয়েছিলো। আসলে জিমি কোনো মানুষ নয় সে কুকুর । আমি ভাবলাম আমার আর প্রতিবেশীর বিবাদের কারণে কেনো একজন বোবা প্রাণী প্রাণ হারাবে ? সে তো কিছুই বোঝে না , অবুঝ এক প্রাণী। সে শুধু ভালোবাসা বোঝে । সামান্য একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমাদের কাছে ছুটে আসে আর তার সেই ভালোবাসার প্রতিদান হিসেবে আমরা তাকে মেরে ফেলি । আমরা মানুষ যে কতটা নিষ্ঠুর তা এই ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়।

মন খেয়ালি

হালিমা বানু বেগম,
ভূগোল বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার (20GE0012)

খাতা কলম ছড়িয়ে আমি
লিখতে বসলাম পদ্য,
কিছুতেই যে মিলছে না
কবিতা লেখার ছন্দ।
পদ্য ছেড়ে ভাবছি আমি
লিখব এবার গদ্য
কি করব ভেবে না পেয়ে
লাগল যে মনে দন্দ।।
হব না আমি লেখক
হব না আমি কবি,
রং তুলি সব ছড়িয়ে রেখে
আঁকব বসে ছবি।
ছবি আঁকতে গেলে
লাগে যে রং তুলি,
রং আছে তো তুলি নেই
আমি হব কি এবার বলি?
খাতা পেনসিল নিয়ে আমি
আঁকতে গেলাম ছবি
ছবি আঁকতে গিয়ে দেখি
মন হতে চায় কবি।।
কবি হতে গিয়ে দেখি
কলম গেছে হারিয়ে ।

সেটা খুঁজতে গিয়ে দেখি
রং আছে যে ছড়িয়ে।
ছবি আঁকতে গিয়ে
পেলাম আমি ছন্দ
সব কিছু হারিয়ে
মিটিয়ে গেল দ্বন্দ্ব ।

অসময়ে বৃষ্টি

বিবেক প্রধান
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার (21BN0061)

অসময়ে বৃষ্টি মন্দ না,
কভুও তা শান্তি,
কভুও তা ত্রাণ
মলিন পাতা পরিশোধক সে,
সে নবীন মুকুলের আগমনী বার্তা,
ক্লান্ত রোদ্দুর বিশ্রামের কারণ সে,
সে চাতকের পরিতৃপ্ততা,
মাটির সুগন্ধ ছড়াবার কারণ সে,
ময়ূর নাচের নিমিত্ত সে,
সে মেঘের ভারহীনতা,
অসময়ে বৃষ্টি মন্দ না।।

বিষাক্ত ভালোবাসা

জ্যোতি বেসরা
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার (21BN0004)

'গেলে যাবে!' বলা সহজ! আসলে মেনে নেওয়াই একটু বেশি ই কঠিন! হুটহাট মনে পড়ে! আবার মাঝে বড্ড মনে হয় কি দরকার ছিলো এত অভিনয়ের..? জানি না কেনো....? তাকে খুব দেখতে ইচ্ছে হয়, পেতে ইচ্ছে হয়, তার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছের কোনো শেষ নেই কিন্তু যে সম্পর্কে আমার চাওয়া পাওয়ার কোন মূল্য নেই, যে আমার অনুভূতি অন্যের দ্বারা পুষিয়ে নেই ,তাকে কিন্তু বেইমান বলা চলে....! শুধু ছেড়ে যাওয়াকেই বেইমান বলে না, পাশে থেকে অভিনয় করাকেও বেইমান বলে।আমাকে কষ্ট না দিয়ে, তুমি না হয় আমাকে তোমার প্রাক্তনের আসনে বসাও। আমি তোমাকে বেইমান নয় প্রার্থনায় রাখবো। আসলে অনুভূতিগুলো আজ বড্ড ক্লান্ত..! সব 'অভ্যাস' হয়ে যাবে! না দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে যাবে, কথা না বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে যাবে! খারাপ সময় দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে যাবে, দূরে থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে যাবে, কষ্ট পেতে পেতে অভ্যাস হয়ে যাবে! সব অভ্যাস হয়ে যাবে! কিছুই আগের মতো থাকেনা! সব ই মেনে নিতে হবে! কিচ্ছু করার নাই..! অপেক্ষা করি, ভালো দিনের! ভালো দিন আসবে।

মিথ্যে

শারদীয়া বিশ্বাস,
রসায়ন বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার,

দীনেশ তার স্ত্রীর পেটের বাচ্চাটাকে নষ্ট করবে কারণ কন্যা সন্তান তার চাই না। স্ত্রীকে নিয়ে গাড়িতে উঠার সময় দূর থেকে বৃদ্ধ বীরেন চাটুজ্জের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দীনেশের কানে, ''দাঁড়া দীনেশ, তোর সন্তান সম্ভবা স্ত্রীকে প্রথম দিন দেখেই আমি বুঝেছি ওর গর্ভে যে আছে সে দেবী মহামায়ার একটা অংশ, তাকে এইভাবে মেরে ফেলার দুঃসাহস তুই দেখাস না।''

আসলে সৎ এবং ধার্মিক বীরেন চাটুজ্জে একটা বিষয় খুব ভালো করেই জানেন, কোনো কোনো সময় সমাজের কিছু ঘৃণ্য অপরাধমূলক কাজ আইন-কানুন দিয়ে আটকানো না গেলেও সামান্য মিথ্যে বলে সেটা আটকানো যায়। বীরেন চাটুজ্জের এই সামান্য মিথ্যে হাজারটা পুণ্যের সমান।

ভাবনা

বর্ণালী রায়,
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার (20BN0025)

যত সৃষ্টি আছে,
তত তার ধ্বংস আছে।
যত প্রাণ আছে,
তত তার গান আছে।
যত পাওয়া আছে,
তত বিরহ আছে।
যত সুখ আছে,
তত তার দুঃখ আছে।

দিন আছে,
তাই সূর্য আছে,
তার আলো আছে,
তাই ক্লান্তি আছে।
যার সবকিছু আছে,
সে ছেড়ে যেতে পারে।
কেউ ঠিকানা খোঁজে,
কেউ তা পেয়ে গেছে।
যত কথা আছে,
তত ভাষা আছে।
যত প্রাণ আছে,
তত মনে রং আছে।
যত প্রশ্ন আছে,
তত কি তার উত্তর আছে ?

বর্ষা

স্বর্ণালী রায়
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার (20BN0006)

মেঘ করেছে মেঘ করেছে ,
চারিদিকে রব উঠেছে।
আসছে বাতাস শন্-শনিয়ে,
ছুটছে সবাই হন্ঘ্ন-হনিয়ে।
কাজকর্ম সব রেখে দিয়ে,
ডাকছে হেকে সব মা-বাবারা,
খোকা-খুকিরা সব ঘরে যা।
গাইছে তারা আপন মনে,
আয় বৃষ্টি ঝমঝমিয়ে।
গাছের মধ্যে সেই ছোট্ট পাখি ,
মাঝের মধ্যে দিচ্ছে উঁকি।
মেলে তার দুই পাখনা দিয়ে,
রাখছে আগলে তার ছোট্ট ছানা কে।
ব্যাঙ গুলো সব বাইরে এসে,
ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙ গান গাইছে মিলে।
দুম্-দাম পড়ছে বাজ ,
নদীর জলে নাচছে মাছ।
উড়িয়ে সব ধুলোবালি,
গাছপালা পড়ে ভাঙছে বাড়ি।
ভাসাতে চায় ঋতুর নতুন জলে,
প্রকৃতিকে প্রবল উচ্ছ্বাসে

কলেজ জীবন

হালিমা বানু বেগম
ভূগোল বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার (20GE0012)

মানুষের জীবনে নাকি মনে রাখার স্মৃতি গুলো স্কুল লাইফেই হয়। অনেকেই বলে কলেজ লাইফ নাকি একটা বিরক্তিকর লাইফ। কিন্তু মোটেও না, কি অবাক হচ্ছেন তাই না? অবাক হওয়ার মতো তো কিছুই বলি নি। স্কুল লাইফটা একটা নদীর মতো যা গিয়ে কলেজে মেশে,অর্থাৎ কলেজ হল সমুদ্রের মতো। সেই সমুদ্রের বিশালতার কথা কল্পনা করতেই অবাক লাগে। উচ্চমাধ্যমিক পাস করে স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে পা দিলাম কলেজে। জীবনে বড় হওয়ার ক্ষেত্রে কলেজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কলেজ নিয়ে অনেকের মনে অনেক রকম ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন কলেজ লাইফ মানে শুধু আনন্দ করা ঘোরাঘুরি করা। অনেকে মনে করেন কলেজ মানে পড়ার নাম করে সিনেমা দেখতে যাওয়া। কেউ কেউ স্কুলের বাধাধরা নিয়ম থেকে মুক্তি পায়। কেউ আবার স্কুল লাইফকেই বেস্ট মনে করে। অনেকেই আবার মনে করে যে যেদিন প্রথম কলেজ যাবে সেদিন একটা হ্যান্ডসম ছেলের সাথে তার ধাক্কা লাগবে আর সে পড়ে যেতে না যেতেই ছেলেটি তাকে ধরে ফেলবে। আর সকলের নজর তাদের দিকেই থাকবে। যেমনটা সিনেমায় হয় আর কি। কিন্তু বাস্তবে সেরকম কিছু হয় না। আমাদের কলেজ জীবনের শুরুটাই অন্যদের থেকে একটু আলাদা। আমাদের কলেজ জীবনটা শুরু হয় online এ। কারণ সেই সময় করোনার আবহওয়া এতটাই ভয়াবহ ছিল যে বাড়ি থেকে বেরোনো যেত না। আর আরেকটা কথা যেটা অনেকের মুখে শুনেছি যে কলেজ জীবন নাকি স্কুল জীবনের থেকে একদম আলাদা। কলেজে নাকি শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীদের মেলবন্ধনটা স্কুলের মত না। আর কলেজে নাকি সবাই English এ কথা বলে। যাইহোক অনেকটা ভয়ভাব নিয়ে কলা বিভাগে ভুগোল অর্নাস নিয়ে ভর্তি হলাম।প্রথম ৩টে সেমেস্টার online এ ক্লাস হয়। খুব সুন্দর নিয়ম করে ক্লাস হতো। তখনও স্যার-ম্যামদের সাথে ভালোভাবে আলাপ পরিচয় হয়নি। যতটুকু হয়েছে সব online video ক্লাসের মাধ্যমেই। তারপর offline ক্লাস শুরু হল। তখনও মনে একটা ভয়ভাব ছিল। এতদিন তো online এ ক্লাস করেছি। প্রথম কলেজ গেলাম, প্রথম ক্লাস করলাম , তারপর আমার সমস্ত ভুল ধারণা ভাঙ্গল। প্রথম দিনই ম্যাম বলেছিল তোরা আমার ছাত্র না তোরা আমার ছেলেমেয়ের মতো। একটু বকাও দেন কিন্তু খুবই ভালোবাসেন। সবকিছুতেই সাহায্য করেন study material থেকে শুরু করে ভবিষ্যতে কি করব। কিছুদিনের মধ্যে যেন কলেজটা নিজের বাড়ির মতো হয়ে ওঠে। এছাড়াও কলেজের নিয়ম কানুন খুবই সুন্দর। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট uniform আছে। ফলে ধনী গরিব,জাত-ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই। এছাড়াও Library – Girls common room– Boys common room– Girls wash room– boys wash room– Drinking water facility– Canteen– Computer lab room– Sports ground– NCC– NSS– Security– Seminar room– Student দের সুবিধা অসুবিধা দেখার জন্য Student Union . এছাড়াও অনেক পুরস্কার ও পেয়েছে যেমন গতবছর (২০২০-২০২১) NSS এ রাজ্যসেরা Award পেয়েছে এই কলেজ। আমি গর্বিত আমি সূর্যসেন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী। ভালোবাসি, খুব ভালোবাসি আমার কলেজকে আমি। রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলি থেকে নয়,নজরুলের অগ্নিবীনা থেকে নয়, শরৎ বাবুর দেবদাস থেকেও নয়, আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলছি , 'সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় আমার স্বপ্নের রাজমহল, আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসার ক্যাম্পাস।

আইওয়াশ ও নিউটনের সূত্র "7"

ড. সুফল বিশ্বাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

(১)

রক্তের হোলিখেলা দেখে সমাজ কাছ থেকে
সরে যেতে চাইলে পারের দিন একই সময়ে,
লাল গোলাপের প্রেম উৎসব করো।
দেখবে রক্তের যন্ত্রণা ভুলে সমাজ তোমার গোলাপ
খ্যাপার মতো বৌয়ের খোঁপায় গুঁজে ব্যস্ত থাকবে ।

(২)

যদি দেখো তোমার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করছে
তোমার কোনো পাপ তাহলে তাকে,
বেতনভূক বুদ্ধির হাতে ছেড়ে দাও-
দেখবে সে ঠিক তাকে যুক্তিজামা পরিয়ে,
কপালে একটা মস্ত কাজলের টিপ পরিয়ে
রাস্তায় হাঁটতে পাঠাবে বেরু বেরু করতে ।

(৩)

পুরোনো ক্ষমতাকে নতুন করে ভোগ করতে হলে
অশিক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতা দাতার
সেখানে হাত বোলাও,যেগুলোর সে সস্তা ভোক্তা এবং ঘুমন্ত ডুব মেরে যা চাখতে চায় তেঁতুলের মতো

(৪)

ক্ষমতার কারণে ক্যালকুলেটিভ মৃত্যু ঘটানোর সঙ্গে
খানিকটা দেশভক্তির পুরোনো মদ মেখে দিতে হবে
এবং তা অবশ্যই পরিবেশন করতে হবে,
আন্তর্জাতিক মানের উজ্জ্বল প্যাকেটের মধ্যে।

(৫)

সবকিছুর ছবি এমনকি তোমার অতিরিক্ত খাবার যেটা ডাস্টবিন ফেলতে সেটা কাউকে দান করার ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করো সঙ্গে শেয়ার অপশন।

তুমি অন্যের খাদ্য চুরির যে শরীর বানিয়েছো সেটা তাহলে ঢাকবেই এটা পরীক্ষিত সত্য।

(৬)

যে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে ধোঁয়া আর পোড়া মাংসের মধ্যে একটি শিশুকে দাঁড় করিয়ে তার হাত দিয়ে সাদা পায়রা ওড়ানোর ছবি সোশ্যাল নেটওয়ার্কে পোস্ট করে দাও।

তাহলে দেখবে মিশাইল এর নাম হয়ে যাবে ধর্মগোলা আর মৃত্যুর নাম হয়ে যাবে অনুশোচনা।

(৭)

পৃথিবীকে কেউ রাতের বেলায় দেখতে চাইলে
তাকে মহুয়া ফল খাইয়ে মহুয়া নাচ দেখাও আর
দিনে দেখতে চাইলে রাঙা ঘষা কাচ কিনে দাও-
সঙ্গে অবশ্য বলে দেবে চশমা ছাড়া দেখা বারণ।

—০—

বিলেতের কথাঃ রাজা রামমোহনের স্মৃতিবিজড়িত ব্রিস্টল এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র অক্সফোর্ড

বিকাশ রঞ্জন দেব
সহযোগী অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

অনেকদিন থেকেই মনে একটা সুপ্ত ইচ্ছা ছিল যে সুযোগ পেলে একবার 'বিলেত' বা ইংল্যান্ড যাব! একটি নাতিদীর্ঘ দ্বীপরাষ্ট্র (২,৪২,৫০০ বর্গ কিমি) এই আধুনিকযুগে সারা পৃথিবী জুড়ে তার আধিপত্য কায়েম করেছিল। এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড কোথায় নয়? দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর ধরে আমরা, ভারতীয়রা, এদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্বাধীন ছিলাম। আমাদের উপমহাদেশের সমস্ত সম্পদ লুটে নিয়ে হয়ে উঠছিল এক অমিত ঐশ্বর্যশালী শক্তি যে রাজত্বে সূর্য কখনো অস্ত যেত না। (উপনিবেশের এক প্রান্তে সূর্য অস্ত গেলে আরেক প্রান্তে সূর্য উঠে যেত)। আবার এদের কাছ থেকেই আমরা, ভারতীয়রা, পেয়েছি আধুনিকতার শিক্ষা। মুঘল আমলের শেষে যে অরাজকতায় আমরা নিমজ্জিত হয়েছিলাম সেখান থেকে উদ্ধার পেতে নবজাগরণের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, জ্যোতিবা ফুলে প্রমুখেরা এই ইংরাজি ভাষা এবং ইংরাজদের সংস্পর্শে এসেই। আধুনিক গণতন্ত্র, সংসদীয় ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, গণমাধ্যম, যোগাযোগ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, পোশাক-পরিচ্ছেদের ধারণা-- সব, সব কিছু আমরা পেয়েছি ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় উন্নত ভাবধারার সংস্পর্শে এসে। যে কারণে রামমোহন আমাদের দেশে ইংরাজদের স্থায়ীভাবে বসবাসের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন- ইংরাজদের সাথে থেকে ভারতীয়রা যেন তাদের সমস্ত কুসংস্কার আর নীচতা থেকে মুক্ত হতে পারে। কার্ল মার্কস ১৮৫৩ সালে নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে (জুন ২৫) লিখছিলেনঃ England– it is true– in causing a social revolution in Hindostan– was actuated only by the vilest interests– and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is– can mankind fulfill its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? If not– whatever may have been the crimes of England she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution (একথা সত্য যে, ইংল্যান্ড হিন্দুস্তানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থ সাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মত। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলঃ এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংল্যান্ডের যত অপরাধই থাক, সে বিপ্লব সংঘটনে ইংল্যান্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র।)

তাই যে ইংরাজদের সংস্পর্শে এসে আমরা আধুনিকতার পাঠ পেয়েছি এবং উদারচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরাজবিরোধী লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, সেই দেশটা দেখার আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপনায় থেকে ৩৭ বছর ধরে লিবারেল ডেমোক্রেসি আর পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি পড়িয়ে যাচ্ছি। সংসদীয় ব্যবস্থার সূতিকাগার ওয়েস্টমিনস্টার যাব, হাউস অফ কমনসের বির্তক দেখব- এই আকাঙখা পূরণের সুযোগ পেলাম- এই পোস্ট-প্যান্ডেমিক সময়ে।

এর আগে দু'বার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাওয়া সম্ভব হলেও ইংল্যান্ড যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই সেমিস্টার-শেষ পরীক্ষার সুযোগে কয়েকদিনের জন্য ইংল্যান্ড চলে আসলাম। বলা প্রয়োজন, ইংল্যান্ড হচ্ছে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত একটি দ্বীপ, সাথে আছে স্কটল্যান্ড, ওয়েলস আর উত্তর আয়ারল্যান্ড। সব মিলিয়ে গ্রেট ব্রিটেন, যার জনসংখ্যা এই সময়ে মোটামুটি ৬ কোটি ৮০ লক্ষ। প্রথমে এসে উঠলাম ছবির মত একটি শহর - 'রয়েল লেমিংটন স্পা' শহরে যেটি বার্মিংহাম শহর থেকে ৩২ কিমি দূরে অবস্থিত। ছোট্ট লেম নদীর দুপাড়ে গড়ে ওঠা লেমিংটন শহরটি তার উষ্ণ প্রস্রবনের জন্য ব্রিটিশদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং তার ফলে একটি

কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ এলাকা পরিণত হয় কেতাদুরস্ত একটি পর্যটন কেন্দ্রে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৩৮ সালে 'লেমিংটন প্রায়র' হিসাবে পরিচিত এই শহরটিকে রাজকীয় শহর হিসাবে ঘোষণা করেন। এই শহরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল যে এটি ইংল্যান্ডের একেবারে মধ্যবর্তী স্থানে (Centre of England) অবস্থিত এবং সেখানে এই বিষয়টি ঘোষণা করে একটি ফলকও রাখা আছে। এই লেমিংটন শহর কে কেন্দ্র করেই ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেরিয়েছি। এর মধ্যে ব্রিস্টল ও অক্সফোর্ড এই শহরদুটি দেখে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তারই কিছু বিবরণ দেবার চেষ্টা করছি।

বাংলা তথা ভারতীয় নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহনের মহান জীবনের আকস্মিক অবসান হয়েছিল ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল শহরে ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে। ভারতীয় নবজাগরণের একজন আগ্রহী পাঠক হিসাবে তাই এই শহরে আসার ইচ্ছে ছিল এই সফরের শুরু থেকেই। মনে হচ্ছিল বিস্ট্রলে যাওয়ার অর্থ তীর্থ দর্শনের যাওয়া। ব্রিটেনে এসে ব্রিস্টলে রামমোহনের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলি না দেখলে কি সফর সার্থক হতে পারে? এসে উপলব্ধি করতে পারলাম ব্রিস্টলবাসীরা কিভাবে আজও রাজা রামমোহনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে মনে রেখেছেন। আমরা বাথ বলে একটি রোমান যুগের শহর থেকে ব্রিস্টলে ট্রেনে আসছিলাম- মাত্র ২০ মিনিটের পথ। ব্রিস্টল টেম্পল মেডাস স্টেশন থেকে আর একটি ট্রেনে রেডল্যান্ড স্টেশনের দিকে যেতে পথে পড়ে স্টেপল্টন রোড স্টেশন। এই স্টেপল্টনেই রাজা রামমোহন প্রয়াত হন। স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়েছে কিছুক্ষণের জন্য; হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ল স্টেশনের সীমানা প্রাচীরের গায়ে বেশ কিছু ছবি আঁকা ; তার মধ্যে দুটো ছবি দেখে মনপ্রাণ একেবারে ভরে উঠল। রাজা রামমোহন এবং তার সহযোগী মেরি কার্পেন্টার পরস্পরকে অভিবাদন জানাচ্ছেন - এই ধরনের একটা ছবি আঁকা আছে! সত্যিই অবাক হতে হয় কিভাবে একটি শহর তাদের শাসনাধীন আরেকটি দেশের একজন মহান মানুষকে আজও স্মরণে রেখেছেন!

রামমোহন ইংল্যান্ডে এসেছিলেন ১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রিল। রামমোহন-প্রবর্তিত ধারার উত্তরসাধক সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন ঃ রামমোহনের ইংল্যান্ড সফরের উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। প্রথমত তৎকালীন দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের পক্ষ থেকে গ্রেট ব্রিটেনের রাজার হাতে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা, দ্বিতীয়ত সতীদাহপ্রথা নিবারণ বিষয়ক একটি স্মারকলিপি হাউস অফ কমন্সে দাখিল করা, তৃতীয়ত হাউস অফ কমন্সের আসন্ন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনঃপ্রদান বিষয়ক আলোচনা কালে ইংল্যান্ডে উপস্থিত থাকা (সূত্রঃ রাজা রামমোহন রায়) এই সব কারণে, বছর দুয়েক ধরে রাজা রামমোহন অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটান। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রমের চাপে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। তাই বন্ধুদের পরামর্শে তিনি ১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে হাওয়া বদল ও বিশ্রামের জন্য ব্রিস্টলে মিস ক্যাসেলের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি অত্যন্ত স্বস্তি পেলেও ১৯শে সেপ্টেম্বর হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। একাধিক খ্যাতনামা চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করেন। কিন্তু দুরারোগ্য মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন বিদেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ২৭ সেপ্টেম্বর মধ্য রাতে। তখন তাঁর শয্যাপাশে উপস্থিত ছিলেন ভারত বন্ধু ডেভিড হেয়ার। মাত্র ৬১ বছর বয়সে ভারতবাসী কে নতুন পথ দেখানোর দিশারী এই মহান মানুষটির জীবনাবসান হল। মৃতু র বেশ কিছুদিন পরে কিছু বন্ধু ও আত্মীয় পরিজনের উপস্থিতিতে তাঁকে সমাহিত করা হল স্টেপল্টনে ১৮৩৩ সালের ১৮ই অক্টোবর। তবে বর্তমানে রামমোহনের সমাধি কিন্তু সেখানে নেই।

রামমোহনের বন্ধু ও শিষ্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ১৮৪৪ সালে রামমোহনের সমাধি স্টেপল্টন থেকে আরনোস ভেল সমাধিক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই সমাধির উপর ভারতীয় স্থাপত্যকলার একটি অপরূপ সৌধ নির্মিত হয়েছে। আমরা ঐ সমাধিসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে রামমোহনের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেলাম। একজন বিশ্ব নাগরিক হিসাবে, একজন দার্শনিক ও সমাজসংস্কারক হিসাবে রামমোহন ইংল্যান্ডবাসীদের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পেরেছিলেন। সেই সময়কার প্রখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু। রামমোহন তাঁর জীবনের মাত্র দুসপ্তাহ, তাও শেষ দুসপ্তাহ, ব্রিস্টলে কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এমন একটি মানুষকে ব্রিস্টল সিটি কাউন্সিল ও ব্রিস্টলের জনগণ যথাযোগ্য সম্মান জানাতে পিছপা হয়নি। তাই ব্রিস্টলের কিছু সংখ্যক জাতিবিদ্বেষী মানুষের আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে সিটি হলের সামনে কলেজ গ্রীণে, যেখানে ঐতিহাসিক ব্রিস্টল চার্চ ও ব্রিস্টল সেন্ট্রাল লাইব্রেরি আছে, তার পাশেই রামমোহনের পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে। আবার সিটি হলে ঢুকেই দেখা যাবে রামমোহনের একটি আবক্ষ মূর্তি। এর কাছেই ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলস মেমোরিয়াল বিল্ডিং এর পাশে বিস্ট্রল মিউজিয়ামে H P Briggs এর আঁকা রামমোহনের একটি অপূর্ব সুন্দর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হচ্ছে। এভাবেই ব্রিস্টল শহর

ভারতীয় উদারনীতিবাদের পথিকৃৎ, ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষকে তার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। জানিনা, আমাদের দেশের কোন শহরে এত গুরুত্ব দিয়ে রামমোহনের মূর্তি বা প্রতিকৃতি রাখা হয়েছে কিনা। যে কলকাতা শহরে তিনি একাদিক্রমে ছিলেন ১৮১৪ থেকে ১৮৩১ পর্যন্ত, যিনি ১৮১৫ সালে 'আত্মীয় সভা' কে ভারতের সর্বপ্রথম আধুনিক ক্লাব বা সংঘ গড়ে তুলেছিলেন এই কলকাতা শহরেই সেখানেও কি শহরের এত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রামমোহনের মূর্তি আছে? যা বলে শুরু করেছিলাম- তীর্থস্থান ভ্রমণ, তা সত্যিই সার্থক হল!

এবারে অক্সফোর্ডের অভিজ্ঞতা। রেলপথে আমাদের সাময়িক আবাসস্থল লেমিংটন থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র অক্সফোর্ড মাত্র আধঘন্টার দূরত্বে। ট্রেনে চেপে অক্সফোর্ড রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামতেই চোখে পড়ল গর্বিত উচ্চারণঃ OXFORD- THE CITY OF LEARNING and CULTURE! এমন স্পর্ধিত উক্তি লেখা থাকবেই বা না কেন? অষ্টম শতকে প্রতিষ্ঠিত এই শহরেই তো পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে; ইংরাজি ভাষাভাষীদের জন্য প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আজ পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় পড়াশোনা চলছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে ৩৯ টি বিশ্ববিখ্যাত কলেজ এবং একাধিক বিভাগ আছে। কিন্তু অ্যাকাডেমিক বিষয়ে প্রতিটি কলেজই নিজের নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে চলতে পারে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় মানেই এক বিরাট অনুপ্রেরণা, এক মোহময় উচ্চারণ! এখনো পর্যন্ত অক্সফোর্ডের সাথে জড়িয়ে আছেন ৬৯ জন নোবেল প্রাপক! ২৮ জন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যেমন মার্গারেট থ্যাচার, টোনি ব্লেয়ার বা বরিস জনসন অক্সফোর্ডেই পড়াশোনা করেছেন। বর্তমান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাস ও অক্সফোর্ডের মার্টন কলেজ থেকেই তাঁর স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন; তিনি ছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লিবারেল ডেমোক্রেট ছাত্রসংগঠনের সভানেত্রী। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বা মনোমোহন সিং, মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন বা মায়ানমারের ঔং সাং সু কি- এঁরা সকলেই অক্সফোর্ড এ শিক্ষালাভ করেছেন। এরকম প্রায় ৩০ জন আন্তর্জাতিক নেতা অক্সফোর্ডে পঠনপাঠন করেছেন। সারা বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অজস্র প্রথিতযশা মানুষ এখানেই তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত মালালা ইউসুফজাই ও সম্প্রতি এখান থেকে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছেন। বিশিষ্ট বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী অমর্ত্য সেন ও এখানে অধ্যাপনা করেছেন।

এখন ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের সব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই দুমাসের গরমের ছুটি চলছে। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শুরু হবে আবার সেপ্টেম্বর থেকে। প্রতিটি কলেজের দরজা বন্ধ বা সংস্কার কাজ চলছে। তাই সেরকমভাবে কোন কলেজের ভেতরে ঢোকার সুযোগ পাই নি। বাইরে থেকেই ঘুরে আসতে হয়েছে। অক্সফোর্ড শহরটি অক্সফোর্ডশ্যায়ার কাউন্টির একমাত্র শহর- প্রাণ-চঞ্চল, উন্মাদনায় ভরপুর।

আমরা ভারতীয়; চাই বা না চাই বিলেতের সাথে এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আমরা আবদ্ধ। আমাদের দেশের সংবিধান থেকে শুরু করে অনেক কিছুই ইংরেজেদের চিন্তায় সমৃদ্ধ। তাই বেশ কিছুদিন ধরে এক উদার চিন্তার দেশে ঘুরে বেড়িয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম তারই সামান্য কিছু বিবৃত করলাম। প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা পড়ে আনন্দ পেলেই এই লেখা সার্থক হবে।

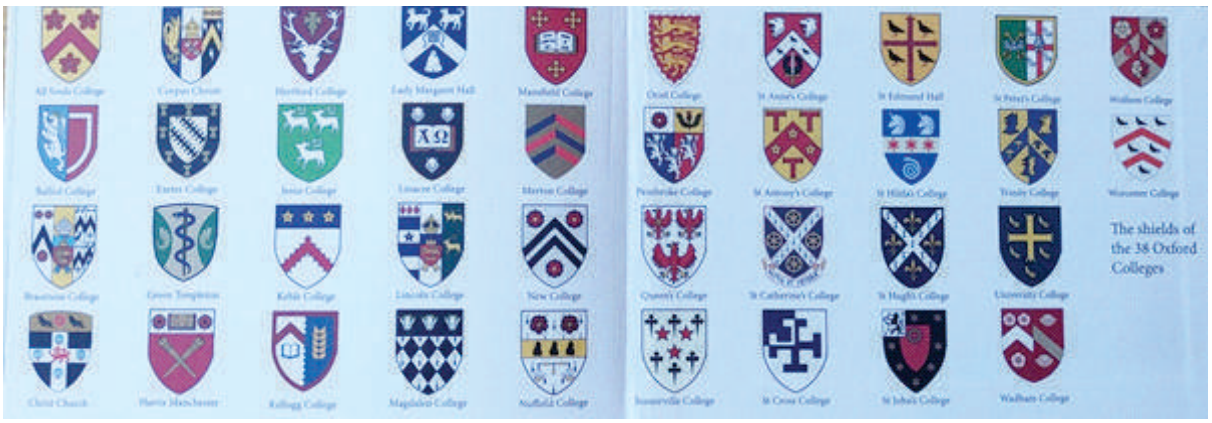

The list of 38 Oxford Colleges & their Shields

The bust of Rammohun kept inside the Bristol City Hall. This has been sculpted by Niranjan Pradhan

The Bodleian Library, Oxford - one of the oldest library of Europe and the second largest library in UK

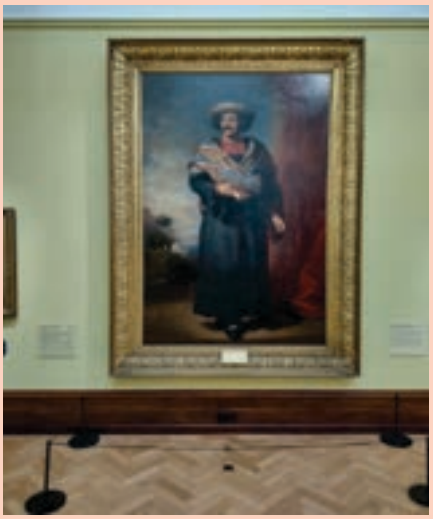

The full portrait of Raja Rammohun kept in the Bristol Museum and Art Gallery

Rammohun's tomb at Arnos Vale Cemetery in Bristol

An old Oxford shop

Bronze Statue of Raja Rammohun installed in Bristol College Green beside the Bristol City Hall. The sculpture is by Niranjan Pradhan and inaugurated in 1997

Portraits of Rammohun & Mary Carpenter in the wall adjacent to the platform of Stapleton Road Railway Station in Bristol. It's in Stapleton where Rammohun breathed his last!

At Oxford Railway Station

রাজবংশী সমাজ ঃ কলাগাছে গছা দেওয়া ও আকাশবাতির অকথিত ইতিহাস

ডঃ ঈশ্বর চন্দ্র বর্মন
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও সমভাবাপন্ন মানুষেরা পরিবর্তিত সমাজের মধ্যেও যে সব লোকাচারগুলি পালন করে চলেছে, সে সবের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস রয়েছে। এই লোকাচারগুলি পালন করার সময় নতুন প্রজন্মের সাথে সাথে অনেক জিজ্ঞাসু মন প্রশ্ন রাখে বর্ষীয়ানদের কাছে- 'কেন এসব করা হচ্ছে?'। তবে লোকাচারগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে যতটা দেখা যায় তার তুলনায় তার ইতিহাস অনুসন্ধান করবার অনুসন্ধানকারীর সংখ্যা বেশী নেই। যা আছে তা আণুবীক্ষণিক অস্থিত্বের সমান।

উত্তরবঙ্গে 'প্রদীপ'কে রাজবংশী জনজাতির লোকেরা 'গছা' বলে। এই 'গছা দেওয়া' বা 'বাতি দেওয়া'র নামটি দার্জিলিং জেলার কিছু অংশ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রচলিত রয়েছে। আবার দুই দিনাজপুর ও মালদা জেলায় এর নাম 'হুকাহুকি'। অন্ধকার নেমে এলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রদীপ জ্বালানো হয়। কিন্তু 'গছা দেওয়া' প্রদীপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও এটি লোকাচার। এই লোকাচারটি পালন করার অধিকারী সেই, যার পিতামাতা স্বর্গীয়। 'গছা' শব্দটিকে 'উৎসর্গ করা' হিসেবে ব্যবহার করেছেন অনেকেত। লোকবিশ্বাস কালীপূজার দিন একনিষ্ঠ ভাবে 'গছা দেওয়া' পালন করলে স্বর্গে পিতা মাতা বা পূর্ব-পুরুষ সারা বছর আলোকিত হন।

প্রাচীনকালে কালীপূজার দিন বাস্তু ঠাকুরের থানের সামনে ৪ টি, প্রতি ঘরের দরজার সামনে দুটি করে কলাগাছ পুঁতে জায়গাটি পরিষ্কার করে লেপে দেওয়া হত। পূজক সম্প্রদায়ের অধিকারি এসে প্রথমে তুলসী ঠাকুরের মন্ডবে পুজো দেন এবং মাটির পাত্রে রাখা সরষে তেলের সলতেতে আগুন দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন। এই পুজো আমাবস্যায় সম্পন্ন হয়। সারারাত ধরে প্রদীপগুলি জ্বালানো হয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, স্বর্গীয় পূর্ব- পুরুষেরা এই আলো দর্শন করেন এবং স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করেন। তবে সাম্প্রতিককালে এইসব রীতি-নীতির কিছু রথবদল ঘটেছে। এখন রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব পুরোহিত(যাদের অধিকারী বলা হয়)-এর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। যার জন্য অনেকের বাড়িতেই এখন অধিকারি ছাড়াই পুজো সম্পন্ন হয়। আবার আগের নিয়ম মেনে এত সংখ্যক কলাগাছও পুঁতে দেওয়া হয় না। কারণ এখন গ্রামীণ এলাকাতেও কলাগাছের সংখ্যা কমেছে।

বর্তমানে যুগের সাথে তালমিলিয়ে একটি কলাগাছে একসঙ্গে অনেকগুলি বাতি উৎসর্গ করা হয় নিজ নিজ পূর্ব- পুরুষদের উদ্দেশ্যে। বর্তমান প্রজন্মের লোকেরা অনেকে পূর্ব- পুরুষদের নাম স্মরণে রাখার জন্যে তালিকা লিখে রাখেন। সেই তালিকায় উল্লিখিত পূর্ব- পুরুষদের নাম ধরে ধরে কলাগাছে বাঁশকাঠির তৈরি বাতি রাখবার পাত্রে তেল- শলতে জ্বালানো দিয়ার বাতি প্রদান করা হয়। এই বাতিকে বলা হয় 'গছা'। এই কলাগাছটি রোপণ করা হয় তুলসী তলার নিকট। কলাগাছটি হবে বয়সে নবীন; যাকে বলা হয় কলার 'নোকা' (চারা গাছ)। কলাগাছের জাতটিকে হতে হবে 'আটিয়া কলা'। এই আটিয়া কলার একটি নোকাকে পরিষ্কার করে পাঁচটি বা সাতটি পাতা (বেজোড় হতে হবে) রেখে রোপণ করা হয়। এরপর কলাগাছটির গোটাকান্ড জুড়ে অনেকটা ইংরেজি 'ইউ'(ড্ড) আকৃতির বাঁশের কঞ্চি গুজে দিতে হয়। এই 'ইউ' আকৃতিগুলতে 'দেওয়ারি'(মাটির প্রদীপ) বসাতে হয়। স্থানটি অবশ্যই ধোয়া মোছার দ্বারা পবিত্র করে, লোকাচার পালনকারী উপবাসে থেকে নতুন বস্ত্র বা ধৌত বস্ত্র পরিধান করে পিতামাতা ও পূর্ব- পুরুষদের উদ্দ্যেশে 'গছা দেওয়া' হয়।

এই অমাবস্যার রাতে অনুষ্ঠিত হয় কালীপূজা। তান্ত্রিক মতে যারা কালীপূজা করে তাদের কালী হয় কৃষ্ণবর্ণ। আর যারা শ্যামবর্ণা কালীপূজা করে তাদের কালী হয় শ্যামাবর্ণা অর্থাৎ কালো বর্ণের নয়। কালীপূজার সাধ থাকলেও সকলের সাধ্য নেই তাই অনেকেই সিন্ডার(পাটকাঠি) কাঠিতেই গছা নিবেদন করে ছত্রিশ কোটি দেবতার উদ্দেশ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অনেকে 'গছা দেওয়া' লোকাচার

পালনের পর রাতের খাবারে আবশ্যিকভাবে খেয়ে থাকে 'ছ্যাকা' (সোডা বা ক্ষার যুক্ত তরকারি), সিদল পোড়ার মতো একান্ত স্থানীয় খাদ্য।

এই গছা দেওয়ার উদ্ভব কালটিতে সমাজ তখন অনেক পথ অগ্রসর হয়েছে এটা বলা যায়। ভূমিকর্ষণ করে ফসল ফলাবার কৌশল অর্জন করা আবার এসব ফসল কীটপতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা পেতে একটা প্রত্যাশা রাখত। এটার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এই যে রাতের আলোতে কীটপতঙ্গ চলে আসে এবং আগুনে পুড়ে মরে। ফলে এই গছা দেওয়া একদিকে যেমন পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার উদ্দশ্যে পালিত অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন হয় ফসলের ক্ষতিকারক কীটদের নাশ করা। ফলে এই লোকাচারগুলি উদ্ভবের মূলে রয়েছে অবৈজ্ঞানিক যুগের বিজ্ঞানমনস্কতা।

আকাশবাতিঃ 'গছা দেওয়া'র পাশাপাশি রাজবংশী সমাজের মধ্যে রয়েছে আকাশবাতির প্রচলন। 'আকাশবাতি' গছা দেওয়ারেই একটি বিশেষ প্রকরণ। গছা দেওয়ার দিন একটি বড় প্রদীপকে সব থেকে উঁচুতে অবস্থান করে দেওয়া হয় পাঠকাঠি বা বাঁশ জাতীয় কিছু দিয়ে।

এই আকাশবাতি দেওয়ার পিছনে একটি পৌরানিক মিথ রয়েছে। রাবনের পুত্র মেঘনাথ দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করেন বলে তার নাম হয় ইন্দ্রজিৎ। তিনি নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই যজ্ঞ সম্পন্ন হলে তিনি অজেয় বীর হবেন। তিনি তাহলে যুদ্ধে পরের দিন নির্বিঘ্নে লক্ষ্মণকে হত্যা করতে পারবেন। কিন্তু এদিকে লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে রাত্রিবেলা নিকুম্ভিলা যজ্ঞস্থলে বিঘ্ন ঘটিয়ে মেঘনাথকে হত্যা করেন। সব থেকে বেশি অন্ধকার হচ্ছে কার্ত্তিকী অমাবস্যা। এই অমাবস্যা রাতেই ভক্তরা আকাশবাতি জ্বালায়। এই আকাশবাতি বা আকাশপ্রদীপের ভাবনায় থাকে ইন্দ্রজিতের প্রতি একটা টান। এই আকাশবাতি কোন সময় নিবে যাবে না। চলার পথে থাকবে অন্ধকারের আলো। তাই ঘটবে না বিভীষণের সাহায্যে কোন লক্ষ্মণের দ্বারা আক্রমন। সংসারে আসবে না কোন ঘরশত্রু বিভীষণের আগমন।

রাবনের পুত্র ইন্দ্রজিৎ খুড়ার (খুল্লতাত) ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে আক্ষেপ করেছেন-

''এক বীর্যত জনম তোর রাক্ষসের কুলত।
ধার্মিক বলিয়া জানে সৌগ নোকের মনত।।
বাপের সমান তুই বাপের মতন সগায় তক মানে।
কী কারণে আগেয়া আছো মোর মরণের কারণে।।
এত মারিছো খুড়া হোয় রাক্ষস- ক্ষান্ত নাই মন।
নিকুম্ভিলায় ইন্দ্রজিৎ মরিলে আজি পাইবে শান্তন।।
ছি! খুড়া ছি! ডাকং যদি তরনীসেন ভাইয়োক এই যজ্ঞস্থলে।
ঠ্যাং দিয়া উড়াবেই মস্তক তোর আগাইবে না কাঞো ধরাতলে।।
বংশের বাতি দিবার থাকিবে না কাঞো এই কাত্তীকি অমাবস্যায়।
ঘরশত্রু বিভীষণ একী অচানক কাণ্ড কাউয়ার মাংস কাউয়ায় খায়।।''[৪]

তথ্যসুত্রঃ

১) রায়, ডঃ নরেন্দ্রনাথ 'সভ্যতা ও সংস্কৃতির সন্ধানে উত্তরবঙ্গের লোকদেবদেবী ও লোকাচার', ছায়া পাবলিকেশন, ৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, তৃতীয় মুদ্রণঃ ২০১৬, পৃষ্ঠাঃ ৫০।

২) https//www.uttarbangasambad.com

৩) বর্মা, রমনীমোহন, 'কালবৈশাখী', ৩৯শ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ২০১৯, পৃষ্ঠাঃ ৬।

৪) তদেব পৃষ্ঠাঃ ৬।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারঃ

১) ডঃ দীপক কুমার রায়, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ ও ডিন, কলা, বানিজ্য ও আইন অনুষদ, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়।

Teacher: The Pillar of Society

Sumana Saha, 6th semester, English (H), 19EN030

"It could be better" he said and I came back to my seat. This is not the first time he told me this, but every time when I write an answer and give it to him his answer remains the same. This time I was very upset and angry as well. I was always the 1st girl in the school. But when I came to college, I found Mr. B. Sarkar, our professor was never happy with my answers. But when I presented the same answer to my tuition teacher, he always praises me. I don't know why but I think Mr. B .Sarkar always demotivates us or maybe he doesn't like me or maybe he is somehow jealous of me. Anyways whatever it may be, I tolerated him for 3 long consecutive years and when I finally passed out from the college, I felt like I got liberty. After that I left the city for my higher studies. And after continuous hard work I achieved my dream and became professor at Oxford University. Today after 10 years I came back to my old city for some official work. I went to an NGO and accidentally I came across my same college professor, Mr. Sarkar. I didn't step forward to meet him, standing outside I heard him giving lectures to some needy students. Suddenly he saw me and recognised me, I felt quite awkward. He stepped towards me and said "How are you girl?" "I heard you attained your dream career".

I replied with vainglory: I am fine sir. And yes! You heard right, I achieved my dream job.

- congratulations.

- Thank you, sir. You always tried to demotivate me but see today where I am.

He smiled at me and said "I always wanted to see you like this my girl. Take care".

After that he went back to the classroom, but his words startled me. I came back to my old house and started searching for the copies of my college days. And turning each page I realized how I improved day by day. Tears came down my eyes as I realized my fault and his unspoken hard work behind my success. I rushed back to the NGO to say sorry to him. But couldn't get the courage to utter anything. As I stepped towards him my foot started to freeze. Somehow, I managed to face him but before I spoke anything he understood everything as if he could read my eyes. I started to weep and said sorry to him. He smiled and said, "Always be a good guide to your students because teachers are the pillar of society".

Important of family

Arati Ray, 5th Semester, 20AG0652

Family is the primary source of learning.

Family provides enormous positive Energy and can make you conquer many things

After gives us stability in various ways.

A family makes us responsible for our duty. family defines and sculpts the overall development of an individual.

Family is a bond that is created through relationship and pays value to all its members. Parents and siblings play a vital role in modelling an individual s character and behaviour and are responsible for teaching values and attributes. The family also have issues

And difference but during emergency

Or call of importance they keep aside the problems and join to help one another.

Returning home

Sinchal Sewa,
5th Semester, English (H), 20EN0101

In the dreadful world
where pain and chaos are inevitable,
I found peace in you
My dear books!
I'm human tho I say human aren't
worthy of human's trust.
But you are!
With you I escaped the dreadful world,
With each turning pages
Found wonders.
Every time I popped inside of you,
I came back wiser and quitter.
Thus, loosing self in you was
returning back home.

Flames

Vaisnawee Sarki,
3rd semester, English (H), 21EN0022.

I burn high but can't reach the sky.
Again, I try but instead I die.

Fear

Something like a dark patch,
That I could never erase.
Thoughts running are wild,
Let's hope it to be mild.

A beautiful smile for you to hide,
Succeeded or not, at least tried
Rainy weather with cloudy mind.
Peace is nowhere to find.

Darkness or height aren't fears,
Heavy heart with no tears.
Feelings that cannot be defined,
Peace is nowhere to find.

She
She fights for her right
She's her father's pride
She's a girl
She is as precious as pearl

She had her own vision to see the World,
That world was beautifully moulded.
She believed in beauty that lies in
the eyes of beholder.
But the world was different, no one
told her.

She was naive and kind,
She has a child-like mind
Most beautiful was her point of view
It's beautiful for her but for others it was new.

Tree or You and me

I admire you and you admire me back,
There's many, I lack.
We grew, little to old,
I couldn't protect you; I wasn't bold.
I wish I was brave,
I wasn't ready to put you to grave.
I wish I could protect you like you did.
Let it be rain, wind or heat.
It's a little complicated between you and me.
I can't let set my mind free.

Nightmares

Diya Subba,
5th Semester, English (H), 20EN0076

This sleepless night makes me weak, even if I try to sleep this nightmare wakes me,

In the middle of the night, I wake up sweating, I open my eyes with fear and chills within me,
These nightmares are worse reality I faced, I see those hungry and monstrous people,
Those hands trying to grab my body and that strong grasp in my wrist,
Those lingering eyes trying to reach my neck and waist,
Whenever I try to sleep, I see those hungry wolves running after me,
I try to run and run with fear inside me, I try to calm down telling myself it's just a dream,
But how can i refuse this dream is the sad reality I faced, how long can I pretend to be, okay?
When this nightmare gives me chills and tear, when this nightmare gives the same pain and fear

तुझे अभी बहुत चलना है

Arati Ray,
5th Semester(Program course),
Roll no.20AG0652

तुझे अभी बहुत चलना है
तुझे अभी बहुत जलना हैं
चलकर नहीं कभी गिरना हैं।
वादा किया है तूने खुद से
वादा तो निभाना ही होगा।
इरादा किया है तूने अब जो
पूरा करके दिखाना ही होगा।
तुझे अभी बहुत गिरना हैं
गिरकर खुद संभलना हैं।
संभलकर कभी नथमना है
तुझे अभी बहुत चलना है।

आत्मबल

Rina Sah,
5th Semester(Program course), 20AG0057

जंग हू हारी
हिम्मत नहीं हारी.
अभ्यास करूँगी
आगे बढ़ूंगी.
है अगर जज्बा
तो रास्ता नहीं लम्बा.
जंग हू हारी
हिम्मत नही हारी.
रास्ते हो सकते वक्र
रुकेगा ना चलने का चक्र.
पथ मे मिलेंगे खाई
रुकना मत पर तुम भाई.
जंग हू हारी
हिम्मत नही हारी.

तु खुद की खोज में निकल

Farhan Shekh
3rd Semester (Programme Course) 21AG1461
Semester:3rd sem

तू खुद की खोज में निकल
तू किसलिए हताश है,
तू चल, तेरे वजूद की
समय को भी तलाश है,
जो तुझ से लिपटी बेड़ियां,
समझ ना इनको वस्त्र तू
ये बेड़िया पिघाल के,
बना ले इनको शस्त्र तू।
तू खुद की खोज में निकल
तू किसलिए हताश है,
तू चल, तेरे वजूद की
समय को भी तलाश है,
चरित्र जब पवित्र है,
तो क्यों है ये दशा तेरी?
ये पापियों को हक नहीं,
कि ले परीक्षा तेरी!
तू खुद की खोज में निकल
तू किसलिए हताश है,
तू चल, तेरे वजूद की
समय को भी तलाश है,
जलाकर भष्म कर उसे,
जो क्रूरता का जाल है,
तू आरती की लौ नहीं,
तू क्रोध की मशाल है।
तू खुद की खोज में निकल
तू किसलिए हताश है,
तू चल, तेरे वजूद की
समय को भी तलाश है,
चुनर उड़ा के ध्वज बना,
गगन भी कंपकपाएगा,
अगर तेरी चुनर गिरी,
तो एक भूकंप आएगा,
तू खुद की खोज में निकल
तू किसलिए हताश है,
तू चल, तेरे वजूद की
समय को भी तलाश है,।

COLLEGE ACTIVITIES

Hoisting the National Flag on Independence Day, 15.08.2021

Foundation Day, 15.09.2021

Prize distribution to the college office staff (Smt. Atashi Kundu) on the occasion of Foundation Day, 15.09.2021

Covid-19Vaccination Drive for the students 18.09.2021

Workshop on “Socio Legal Awareness for Gender Discrimination” Celebration organized by Women’s Cell and ICC, 26.11.2021

NCC Day observed on 30.11.2021

Blood Donation Camp for the people of Siliguri organized by NCC Unit in collaboration with Lions Club of Siliguri Givers 03.12.2021

Free Thalassemia Test conducted by NSS Unit II on 04.12.2021

"Towards Building an Ecosystem of Academic Communities", A Faculty Initiation Program, organized by IQAC on 23.12.2021

Village Survey Programme by NSS Unit I Volunteers 25.12.2021

Tribute to Martyrs in Pulwama attack on behalf of NCC Unit on 14.02.2022

International Women's Day Celebration organized by Women's Cell and ICC, SSM, 08.03.2022

Release of "Unmesh" College Magazine on 22.03.2022

Commemorating the Birth Anniversary of Masterda Surya Sen 22.03.2022

State level Youth Camp organized by NSS, 26-28 March,2022

"Saturday Rosta" organised by Research & Development Cell, SSM, 13.04.2022

One Day Seminar on Karate, Brains Memory & Personal Skills Development,
organized by 16 Bengal BN NCC Unit & IQAC in association with "skill.com" on 25.04.2022

Farewell Ceremony of Sri Dasharath Debnath, Lab Attendant of Department of Chemistry on 30.04.2022

Inauguration of Amit Agarwala Learning Cum Resource Centre, 15.05.2022

Add on course on "Understanding Gender" organised by Women's Cell & ICC 23-27 May, 2022

Orientation and Social Media Awareness Training, organised by DNO Jalpaiguri Dist. in collaboration with NSS Unit and NBU NSS Unit, Dept. of Law, 15.06.2022

Faculty Development Program on 'Publication and Professional Development', organised by IQAC 15- 21 June, 2022

Observation of International Yoga Day, 21.06.2022

Traffic Awareness Program organised by Siliguri Police Commissionerate in Collaboration with IQAC, 19.07.2022

DEPARTMENTAL ACTIVITIES

ফ্যাকাল্টি একচেঞ্জ প্রোগ্রাম -১৩ই ডিসেম্বর ২০২১, আলোচক ডঃ সুজিত কুমার বিশ্বাস শিলিগুড়ি কলেজ, বাংলা বিভাগ

নবীনবরণ উৎসব ,২রা মে ২০২২ বাংলা বিভাগ

একদিবসীয় আলোচনা সভা , ২রা জুন ২০২২, বিষয় – পরিবেশ ও সাহিত্য আলোচক- ডঃ রীতা মোদক, বিশ্বভারতী , বাংলা বিভাগ

Poster Presentation on the occasion of "Anniversary of Discovery of Radioactivity" by Department of Chemistry, on 20.04.2022

Farewell Ceremony of Sri Dasharath Debnath, Lab Attendant of Department of Chemistry, 28.04.2022

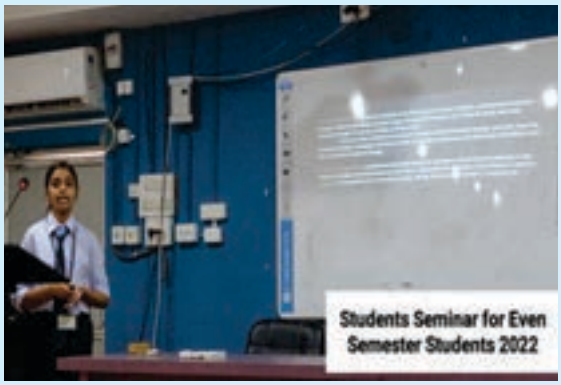

"Student Seminar Presentation" by the Department of Chemistry from 18-26th May 2022 at SKSMSH

Certificate Programme in Banking, Finance & Insurance by Department of Commerce, 21.12.2021 - 31.01.2022

Publication of Wall Magazine "Commerce Chronicle" by Department of Commerce, 30.04.2022 (Topic: Principles of Auditing)

CSR Initiative Mahindra Pride Classroom Training Programme jointly organised by Department of Commerce & IQAC, from 28.05.2022 to 03.06.2022

Industrial Visit to Kamala Tea Bagan by Department of Commerce, 04.06.2022

Poster Presentation on "Taxation, Banking & Insurance" organised by Department of Economics on 29.04.2022

Faculty exchange program by the Department of Education, 20.04.2022

Student's Seminar on Media & Society by Department of English, 06.04.2022

Inauguration of Wall Magazine "ORACLE", Vol. 4 By the Department of English, 30.04.2022

Workshop on 'Eco Poetry' by Department of English, 30.04.2022

Publication of Wall Magazine, 'Open Horizon' Vol. 2 on Sustainable Urban Planning by Department of Geography 04.04 2022

"Greenery Activities' by the students, Department of Geography 04.04.2022

Invited Lecture by Dr. R. K. Paul, Asst. Professor, Department of Geography & Applied Geography, NBU at SKSMH on 09.04.2022

Geography Field Excursion Program by 4th Semester Honours Students at Kalimpong 18-19 May, 2022

Seminar Presentation by 6th Semester Students, Department of Geography on 07.06.2022 at SKSMSH

Wall Magazine 'SAKABDA -4' inauguration on Department of History 24.12.2021,

Museum visit to 'Akshaya Kumar Maitraeya Heritage Museum, NBU' was arranged for the students of the Department of History on 12.04.2022.

Invited Lecture by Dr. Md Reduanur Mandal (Dept of Mathematics) from Siliguri College, on 20.04.2022

National Mathematics Day Celebration, 22.12.2021 by Dept. of Mathematics in Collaboration with Paschimbanga Vigyan Mancha

Publication of Wall Magazine “Jnanannweshan” by Department of Political Science (Topic: ‘Strategies and Tactics of Indian Nationalist Movement: A Close Look on A Few Lesser Known Events/Heroes’)

Poster Competition & the Winners, Department of Political Science, 23.03.2022

ICSSR-ERC Sponsored International Seminar on ‘Strategies and Tactics of Indian Nationalist Movement: A Close Look on A Few Lesser Known Events/Heroes’ Held on March 22-23, 2022, organised by Dept. of Political Science with IQAC, Surya Sen Mahavidyalaya

Student Seminar, Department of Political Science on "India and her neighbours" 06.07.2022

John Berger's 'Ways of Seeing' through Poster presentation by Department of Sociology, 08.06.2022

Publication Wall Magazine ’Kristi’ Vol-4 , crafted by students of Sociology Dept, SSM on ‘Effects of covid 19 on Society ‘ 15.06.2022

IN FOCUS

Women Hygiene Awareness Programme by 16 Bengal BN NCC Unit, SSM

24th Foundation Day Observation at Surya Sen Mahavidyalaya

Publication of New Book edited by Dr P.K Mishra and Dr A Baul

3 Days State level Youth Camp

NSS UNIT – II of Surya Sen Mahavidyalaya, awarded the best unit for the years 2017-18 to 2020-2021.

Workshop on eco-poetry in Siliguri on 29 April

STATESMAN NEWS SERVICE

Acclaimed poet Rajaa is all set to conduct a workshop on eco-poetry at the Surya Sen Mahavidhyalaya in Siliguri on 30 April.

'Between the Lines', a book club of the Department of English at the College, in collaboration with the IQAC, will be hosting the event titled 'When, What and Why of Eco-Poetry.'

According to the organisers, Poet Rajaa will conduct the workshop on the evolution and trends of Eco-Poetry, and that the event will be followed by the recitation of self-composed poetry by students.

Born to a Punjabi father and Subba mother, poet, performer, artist, and lyricist Raja Puniani lives in Sukna near Siliguri in Darjeeling district.

A poet who loves expressing himself in Nepali, English, Hindi, and Bengali, Rajaa's Nepali series of poetry 'Arko Lashkar' (The Other Journey) was published by Manavi Publications, Kalimpong, in 2013. His eco-poetry

'Tale of a Numb Planet' is taught as reference material in the Climate Change curriculum at The Copenhagen Business School, Hillerød Dept. Denmark. He has also started 'Multimedia Poetry,' a new 'performance poetry' form (available on YouTube). His latest anthology of Nepali eco-poetry 'Tanglang' has been published by Sambodhan Publication, Siliguri.

Nima Rai, the Assistant Professor, Department of English, Surya Sen College, and Puja Mahajan, SACT, English, are the joint conveners for the April-30 workshop.

College meet talks nationalist movement, untold stories

MANAS R BANNERJEE

The Statesman

সম্মানজ্ঞাপন

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল : করোনা সংকটে সামাজিক কাজের জন্য সূর্য সেন কলেজের এনএসএস-এর প্রোগ্রাম অফিসার ববিতা প্রসাদকে সম্মানিত করল স্নেহ ফাউন্ডেশন। শুক্রবার সংস্থার তরফে ববিতা প্রসাদকে এই সম্মান জানানো হয়। ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা অভিষেক ঘোষ সহ অন্য সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

Smt. Babita Prasad, Faculty of Commerce
Felicitated by " Sneha Foundation"

College students take 'add-on course' on 'Understanding Gender'

NCC cadets, club feed poor children

STATESMAN NEWS SERVICE

NCC cadets of Surya Sen Mahavidyalaya in Siliguri under the 31 Bengal BN NCC, and under the supervision of Lt Arpita Roy (Associate NCC Officer) sponsored a day's meal under the 'Bal Aahar' programme for poor children here yesterday. The programme was conducted in association with the Lions Club of Siliguri Green and Leo Lions club of Siliguri Shaurya.

"The Bal Aahar programme run by Lions Club of Siliguri Green provides meal for children living in and around the NJP railway station every day," Anirudha Bosu, the president of the Lions Club of Siliguri Green, said.

"The children extended warm greetings to us, which was a surprising interaction for us. The cadets also conducted various other activities for the children like singing, dancing, basic educational knowledge and competitions. The activities helped showcase the inbuilt quality among these underprivileged children," said Lt Arpita Roy, the Associate NCC Officer, 31 Bengal BN NCC, Surya Sen Mahavidyalaya.

According to her, the cadets vowed to come back and help these children "put a strong foot into society and build a better future for themselves."

ছেলের স্মৃতিতে শিলিগুড়ির সরকারি কলেজকে প্রাসাদোপম ভবন উপহার দিলেন শিল্পপতি

অলক সরকার

সূর্য সেন কলেজ পেল এই প্রাসাদোপম ভবন। ছবি: সৌভিক দাস

A resourceful gift to SSM